সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস (Sociology and History)

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস-উভয় শাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। সমাজতত্ত্ব সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানব সমাজের যাবতীয় তথ্য-সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সম্পর্ক ও সংগঠনের আলোচনার ভিত্তিতে সাধারণ সূত্র ও তত্ত্ব নির্ধারণ করে। সমাজতত্ত্ব মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, অতীতের ঘটনাপঞ্জি হল ইতিহাস। ইতিহাস হল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা যা মানব সমাজের অতীত সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ দান করে। উভয় শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল মানুষ ও মানব সমাজ। এই দিক থেকে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল:

সামজতত্ত্ব মানবসমাজের ক্রমবিকাশ, সামাজিক সংগঠনের রূপ, জীবনধারা, রীতিনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস সমাজতত্ত্বকে ধারাবাহিকভাবে মানব সমাজের উদ্ভব, ক্রমবিবর্তন সামাজিক সংগঠনগুলির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

পুনরায় উল্লেখযোগ্য, মানব সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য সমাজতাত্ত্বিক একাধিক ধারণা দান করেন। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ, পরিবার, ধর্ম, আত্মহত্যা, প্রথা ইত্যাদি। মানবসমাজের ইতিহাসে সংঘটিত ঘটনাবলির সাহায্যে সমাজতাত্ত্বিক এই সমস্ত প্রত্যয় ও ধারণা সৃষ্টি করেন।

সমাজতত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য হল আদর্শ সমাজ, সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কে দিক নির্ণয় করা। এই দিক থেকে ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন সামাজিক ঘটনার মূল্যমান নির্ণয় করে। ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব (Historical Sociology) সমাজতত্ত্ব অনুশীলনে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। হার্বার্ট স্পেনসার, কার্ল মার্কস্, হবহাউস, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ ঐতিহাসিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে সমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা অনেকেই মানব সমাজের ইতিহাসের ধারা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কার্ল মার্কস্ ও ম্যাক্স ওয়েবার ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করে সমাজতত্ত্বকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন।

ইতিহাস সমাজতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল:

সমাজতত্ত্ব শুধুমাত্র ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল নয়, ইতিহাস একইভাবে সমাজতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক তাৎপর্য ব্যতীত ইতিহাসের ঘটনা অর্থহীন। সমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করার জন্য ইতিহাস এক নির্দিষ্ট যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক জীবনের আলোচনা করে। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্বের বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক ধ্যানধারণা ও প্রত্যয়গুলির সাহায্য নেন। ঐতিহাসিক যুগে সংঘটিত ঘটনা যেরূপ সমাজতত্ত্বে তত্ত্ব বা প্রত্যয় নির্মাণে সাহায্য করে। একইভাবে সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা (যথা-পরিবার, প্রথা, আইন, জাতি, বর্ণব্যবস্থা, পুঁজিবাদ,) ইতিহাসের বিষয়বস্তু বর্ণনায় সাহায্য করে। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ সচদেব মন্তব্য করেন-If history is to be useful to understand the present and to serve as a guide for the future,

sociological interpretation of facts is absolutely essential. বটমোরের মতে–The historian look clues to important problems, as well as many of his concepts and general ideas are drawn from sociology.

এছাড়া ঐতিহাসিকগণ অনেক ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে মানব সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে ওয়েস্টার মার্ক, হেনরী মেইন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও এরা হল স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান।

সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের স্বাতন্ত্রতা:

প্রথমত, ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও অনুসন্ধান ক্ষেত্র সমাজতত্ত্বের তুলনায় ব্যাপক। ইতিহাস সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা করে। সমাজতত্ত্ব শুধুমাত্র আন্তঃমানবিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনা ও শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিক বিবরণ ও পর্যালোচনা। কিন্তু সমাজতত্ত্ব ধারাবাহিক বিবরণের পরিবর্তে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের পরিবর্তিত রূপ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। সামাজিক ঘটনাবলির মধ্যে আন্তঃমানবিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করে।

তৃতীয়ত, ইতিহাস মূলত অতীত ঘটনাবলির বিবরণ দেয়। কিন্তু সমাজতত্ত্ব সমকালীন বিষয়ের ওপর আগ্রহী।

ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। অতীত সমাজের পর্যালোচনা হল ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব হল সমকালীন সমাজের বিশ্লেষণ। উভয়ের আলোচ্য বিষয় হল পরিবর্তনশীল সমাজে বসবাসকারী মানুষ। সমাজতাত্ত্বিকগণ বহু নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুসংবদ্ধ করে সমাজ বিবর্তনের সূত্র নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের ভাষ্যকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেছেন।